# অনুসন্ধান

# কিতাবুল মোকাদ্দস

## একটি পূর্ণ অধ্যয়ন কিতাবুল মোকাদ্দস

## অধ্যয়ন ইঞ্জিল শরীফ

## সপ্তদশ খণ্ড : তীত

**BACIB VERSION**

গবেষণা, গ্রন্থনা ও সম্পাদনাঃ সামসুল আলম পলাশ (এম. টিএইচ)

**প্রকাশক :**

**বিবলিক্যাল এইডস্ ফর চার্চেস এণ্ড ইনষ্টিটিউশনস্ ইন বাংলাদেশ (BACIB) এবং ইন্টারন্যাশনাল বাইবেল চার্চ (IBC)**

**Exploratory Kitabul Moqaddas (অনুসন্ধান কিতাবুল মোকাদ্দস)**

Bible Text:  BACIB VERSION KM

Copyright © Biblical Aids for Churches & Institutions in Bangladesh (BACIB) & International Bible Church (IBC)

Study materials are taken from: Various sources of published Study Bibles,  Bible Handbooks and Commentaries.

**List of the Various Sources:**

- The NIV Study Bible, published by the Zondervan Corporation, 1985
- GNB Study Bible, published by United Bible Societes, 2001
- New Unger's Bible Handbook, published by  LD, ABWE, 2001
- Halley's Handbook, published by Zondervan, 1961
- New Bible Commentary, published by Universities and Colleges Christian Fellowship, 1994
- New Testament Commentary, published by PCB, 2007
- Bijoy Study Bible, published by AOG, Bangladesh, 2006
- Life Application Study Bible, published by Tyndale House Publishers, Inc. and Zondervan Publishing House, 1988
- Kitabul Moqaddas Dictionary, published by BACIB, 2010

**Research, Study, Translation, Editing and Rewriting:** Shamsul Alam Polash (M. Th)

**Co-translator:** Joash Nitol Baroi, Samuel Alam Ricky, Bitu Bakshi

**Graphics and Maps:** Ruth Salome

**This *Exploratory Kitabul Moqaddas* has been developed and Printed under the partnership program with Light Foundation Bangladesh.**

**Published by:**

**Biblical Aids for Churches & Institutions in Bangladesh (BACIB) & International Bible Church (IBC)**

Road # 4, House # 12, Sector # 7, Uttara, Dhaka 1229

Phone and Email to Contact: 01789822058; contact@ibc-bacib.com; bacib321@gmail.com

**Visit: www.ibc-bacib.com**

BACIB

International Bible CHURCH

# সপ্তদশ খণ্ড : তীত

### ভূমিকা

**পত্রখানির লেখক, লেখার তারিখ ও স্থান:**
পত্রটির লেখক পৌল। সম্ভবত রোমের প্রথম বন্দীত্ব থেকে মুক্তি পাওয়ার পর, অর্থাৎ ৬৩-৬৫ খ্রীষ্টাব্দের মধ্যে করিন্থ থেকে পৌল এই পত্রটি লিখেছিলেন।

**প্রাপক:**
তীতকে সম্বোধন করে পত্রটি লেখা হয়েছে, যিনি পৌলের পরিচর্যায় ঈমানদার হয়েছিলেন (১:৪) এবং পৌলের পরিচর্যা কাজে যিনি উল্লেখযোগ্য সহযোগী ছিলেন। রোমে প্রথম কারাবরণ থেকে মুক্তি লাভের পর (প্রেরিত ২৮) পৌল তীতকে নিয়ে কিছু দিন ক্রীট দ্বীপে পরিচর্যা কাজ করেন (১:৫)। এরপর তিনি তাঁর প্রতিনিধি হিসেবে তীতকে সেখানকার দায়িত্বে রেখে চলে যান। পরবর্তীতে তীত ডালমেশিয়ায় (আধুনিক যুগোশ্লাভিয়া) সুসমাচার তবলিগের উদ্দেশ্যে যান এবং এরপর তাঁর সম্পর্কে আমরা ইঞ্জিল শরীফ থেকে আর কিছু জানতে পারি না। তাঁর উপর অর্পিত দায়িত্ব বিবেচনা করে তাঁকে অবশ্যই একজন যোগ্য ও গুণসম্পন্ন নেতা বলা যায়।

**ক্রীট:**
এজিয়ান সাগরের দক্ষিণে অবস্থিত ভূমধ্যসাগরের চতুর্থ সর্ববৃহৎ দ্বীপ ক্রীট। প্রেরিতিক যুগে ক্রীট দ্বীপের সমাজের নৈতিকতা ও আদর্শের স্তর প্রচণ্ডভাবে অধঃপতিত হয়েছিল। এই দ্বীপ-নগরীর অধিবাসীরা অলস, পেটুক ও অসৎ হিসেবে দারুন কুখ্যাত ছিল।

**উদ্দেশ্য ও বিষয়বস্তু:**
পৌল ও তীত ক্রীট দ্বীপে সর্বপ্রথম ঈসায়ী ঈমানের কথা তবলিগ করেন। এরপর পৌল সেখানকার নব্য ঈমানদারদের নিয়ে মণ্ডলী গঠন করার দায়িত্ব দিয়ে তীতকে রেখে যান। পরবর্তী সময়ে ক্রীট মণ্ডলীর ঈমানদারদের মধ্যে ঈসায়ী ঈমান ও আচরণের বিষয়ে বিভিন্ন বিভ্রান্তি সৃষ্টি হয় এবং পরিস্থিতি আরও ঘোলাটে করে তুলতে ভ্রান্ত শিক্ষকদের আগমন ঘটে। এ কারণে পৌল তীতকে এই পরিস্থিতি সামলে ওঠার জন্য এই পত্রে কিছু নির্দেশনা দিয়েছেন এবং ক্রীট মণ্ডলীর ঈমানদারদের জন্য কিছু আদেশ ও উপদেশ দান করেছিলেন। সেই সাথে তিনি তীতকে তাঁর কিছু পরিকল্পনার কথাও জানিয়েছেন এই পত্রের মধ্য দিয়ে।
এই পত্রটিতে তিনটি প্রধান বিষয় আছে। প্রথমতঃ তীতকে স্মরণ করিয়ে দেওয়া হচ্ছে কোন্ ধরনের স্বভাব

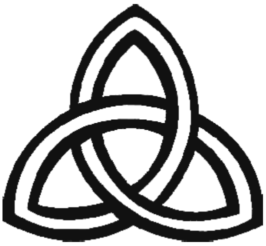

চরিত্র মণ্ডলীর নেতাদের থাকতে হবে সেই বিষয়। ক্রীট দ্বীপের বাসিন্দাদের চারিত্রিক অবস্থা তখন ভাল ছিল না। তারপরে তীতকে মণ্ডলীর বিভিন্ন শ্রেণীর লোকদের কিভাবে শিক্ষা দিতে হবে সে বিষয়ে উপদেশ দেওয়া হয়েছে, যেমন– বৃদ্ধলোকদের, বয়স্কা স্ত্রীলোকদের (যারা আবার যুবা স্ত্রীলোকদের শিক্ষাদান করবেন), যুবকদের ও গোলাদের। শেষে লেখক তীতকে ঈসায়ী স্বভাবের বিষয়ে উপদেশ দেন, বিশেষভাবে তাঁকে শান্তভাব ও বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক রক্ষা করে মণ্ডলীর মধ্যে হিংসা, বাদানুবাদ ও দলাদলি এড়ানোর জন্য উপদেশ দেন।

**প্রধান আয়াত:** "আমি তোমাকে এই কারণে ক্রীট দ্বীপে রেখে এসেছি যেন যা যা অসম্পূর্ণ তুমি তা ঠিক করে দাও এবং যেমন আমি তোমাকে হুকুম দিয়েছিলাম সেই অনুসারে প্রত্যেক নগরে প্রাচীনদেরকে নিযুক্ত কর" (১:৫)।

**প্রধান চরিত্রসমূহ:** পৌল ও তীত।

**প্রধান স্থানসমূহ:** ক্রীট ও নীকপলি।

**রূপরেখা**
(ক) শুভেচ্ছা (১:১-৪)
(খ) ক্রীট দ্বীপে হযরত তীতের কাজ (১:৫-৯)
  ১. ক্রীটে তীতকে রাখার কারণ (১:৫)
  ২. প্রাচীনদের যোগ্যতা (১:৬-৯)
(গ) ভণ্ড শিক্ষকদের বিষয়ে কথা (১:১০-১৬)
(ঘ) বিভিন্ন লোকের কর্তব্য সম্বন্ধে উপদেশ (অধ্যায় ২)
  ১. বিভিন্ন দলের প্রতি নির্দেশাবলী (২:১-১০)
  ২. মসীহের আগমন ও পুনরাগমনের শুভফল (২:১১-১৪)
(ঙ) সব রকম সৎকর্ম করার নির্দেশ (৩:১-৮)
  ১. নাগরিক হিসেবে দায়বদ্ধতা (৩:১-২)
  ২. আল্লাহ্ সম্বন্ধীয় আচরণের উদ্দেশ্য (৩:৩-৮)
(চ) রূহানিক ভ্রান্তির প্রতিক্রিয়া সম্পর্কে কথা (৩:৯-১১)
(ছ) শেষ কথা ও দোয়া (৩:১২-১৫)

# তীত

তীত নামের অর্থ হল *মাননীয়*। তিনি প্রেরিত পৌল এবং বার্নাবাসের সঙ্গে এন্টিয়কে ছিলেন এবং জেরুশালেমের কাউন্সিলে তাঁদের সঙ্গে গিয়েছিলেন, গালা ২:১-৩। যদিও তাঁর নাম প্রেরিতদের কার্য বিবরণীতে কোথাও উল্লেখ করতে দেখা যায় না। তিনি ছিলেন একজন অ-ইহুদী, প্রাথমিকভাবে তিনি মূলত অ-ইহুদীদের মাঝে পরিচর্যা কাজ করার জন্য নিয়োজিত ছিলেন। সেজন্য পৌল তাঁকে বাধ্যতামূলকভাবে খৎনা করান নি। পরবর্তী সময়ে আমরা তাঁকে পৌল এবং তীমথির সঙ্গে ইফিষে দেখতে পাই। সেখান থেকে হযরত পৌল তাঁকে করিন্থ শহরে পাঠান, যেন তিনি জেরুশালেমের দরিদ্র ঈসায়ীদের জন্য দান সংগ্রহ করতে পারেন, ২ করি ৮:৬; ১২:১৮। পৌল যখন ম্যাসিডোনিয়াতে অবস্থান করছিলেন, তখন তীত সেখানে গিয়ে তাঁকে করিন্থ শহরে তাঁর সাফল্যের সংবাদ জানান, ২ করি ৭:৬-১৫। পরবর্তীতে জেলখানায় পৌলের প্রথম কারাভোগের পর আবার তাঁর নামের উল্লেখ পাওয়া যায়। এরপর পৌলের নির্দেশ অনুসারে তাঁকে ক্রীট দ্বীপের মণ্ডলীকে সংগঠিত করা এবং সেই মণ্ডলীর যে অসম্পূর্ণ কাজ রয়েছে তা শেষ করার কাজে নিয়োজিত হতে দেখা যায়। দ্বিতীয় বারের মত পৌলের কারাবরণের সময় তীতকে আমরা রোমে দেখতে পাই। রোম থেকে তাঁকে ডালমেশিয়ায় তবলিগকারী হিসেবে পাঠানো হয়। তাঁর মৃত্যু সম্পর্কিত কোন তথ্য আমাদের জানা নেই।

**সক্ষমতা ও অর্জনসমূহ:**

- প্রেরিত পৌলের অন্যতম প্রধান একজন সহচর ছিলেন।
- বিভিন্ন স্থানে প্রেরিত পৌলের প্রতিনিধি হিসেবে তাঁকে পাঠানো হয়।
- পৌলের কাছ থেকে একটি ব্যক্তিগত পত্র পেয়েছিলেন।
- বিশ্বস্ততার জন্য সুপরিচিত হওয়ায় দান সংগ্রহ করার মত কাজে তাঁকে করিন্থে পাঠানো হয়।

**তাঁর জীবন থেকে যে সব শিক্ষা পাওয়া যায়:**

- সুসমাচারের পরিচর্যাকারীদের জন্য অনুগতভাবে দায়িত্ব পালনের মধ্য দিয়ে আমরা প্রত্যক্ষভাবে আল্লাহ্‌র প্রতি আমাদের ঈসায়ী দায়িত্ব পালন করতে পারি।
- আল্লাহ্‌ আমাদেরকে তাঁর বৃহত্তর রাজ্যে যে অবস্থানেই পরিচর্যার কাজে নিযুক্ত করুন না কেন, তা আমাদের অত্যন্ত নিষ্ঠা সহকারে পালন করা উচিত।

**গুরুত্বপূর্ণ তথ্য:**

- **কোথায়:** ক্রীট, ইফিষ, করিন্থ
- **পেশা:** সুসমাচার তবলিগকারী, মণ্ডলীর সংগঠক
- **সমসাময়িক যারা ছিলেন:** পৌল, সীল, তীমথি, লূক, বার্নাবাস।

**মূল আয়াত:** "আমি তোমাকে এই কারণে ক্রীট দ্বীপে রেখে এসেছি যেন যা যা অসম্পূর্ণ তুমি তা ঠিক করে দাও এবং যেমন আমি তোমাকে হুকুম দিয়েছিলাম সেই অনুসারে প্রত্যেক নগরে প্রাচীনদেরকে নিযুক্ত কর" (তীত ১:৫)।

### শুভেচ্ছা

১ [1] পৌল, আল্লাহ্‌র গোলাম ও ঈসা মসীহের
প্রেরিত, যেন যারা আল্লাহ্‌র মনোনীত
তাদের ঈমানের পথে নিয়ে আসতে পারি এবং
সত্যের তত্ত্বজ্ঞান দিতে পারি, যে সত্য তাদের
আল্লাহ্‌ভক্তির পথে চালিত করে, [2] যে সত্য সেই
অনন্ত জীবনের আশাযুক্ত, যিনি কখনও মিথ্যা
বলেন না, সেই আল্লাহ্‌ অনেক কাল আগে যা
ওয়াদা করেছিলেন, [3] এবং ঘোষণার মধ্য দিয়ে
যথা সময়ে তাঁর কালাম প্রকাশ করলেন, যা
আমাদের নাজাতদাতা আল্লাহ্‌র হুকুম অনুসারে
সেই ঘোষণার ভার আমার কাছে দেওয়া হয়েছে—
[4] একই ঈমানে আমরা যে ঈমানদার, আমার
সেই যথার্থ সন্তান তীতের সমীপে। পিতা আল্লাহ্‌
এবং আমাদের নাজাতদাতা মসীহ্‌ ঈসার কাছ
থেকে রহমত ও শান্তি বর্ষিত হোক।

### ক্রীট দ্বীপে হযরত তীতের কাজ

[5] আমি তোমাকে এই কারণে ক্রীট দ্বীপে রেখে
এসেছি যেন যা যা অসম্পূর্ণ তুমি তা ঠিক করে
দাও এবং যেমন আমি তোমাকে হুকুম
দিয়েছিলাম সেই অনুসারে প্রত্যেক নগরে
প্রাচীনদেরকে নিযুক্ত কর; [6] যে ব্যক্তি অনিন্দনীয়
ও কেবল এক স্ত্রীর স্বামী, যাঁর সন্তানেরা
ঈমানদার, নষ্টামি দোষে অপবাদিত বা অবাধ্য
নয়, তাকে নিযুক্ত কর। [7] কেননা বিশপ আল্লাহ্‌র
ধনাধ্যক্ষ হিসেবে অনিন্দনীয় হবেন। তিনি যেন
স্বেচ্ছাচারী বা আশুক্রোধী বা মদ্যে আসক্ত বা
প্রহারক বা কুৎসিত লাভের লোভী না হন।
[8] কিন্তু তিনি যেন মেহমানসেবক, সৎ কাজ
ভালবাসেন, সংযত, ন্যায়পরায়ণ, ধার্মিক হন ও
নিজেকে দমনে রাখেন। [9] তাঁকে এমন ব্যক্তি
হতে হবে যিনি আমাদের শিক্ষা অনুসারে
বিশ্বাসযোগ্য কালাম ধরে রাখেন, যেন তিনি
নিরাময় শিক্ষায় উপদেশ দিতে এবং
বিরুদ্ধবাদীদের যুক্তি খণ্ডন করতে সমর্থ হন।
[10] কারণ এমন অনেক লোক আছে যারা অব-
াধ্য, অসার বাক্যবাদী ও ছলনাকারী, বিশেষ
করে আমি সেই লোকদের কথা বলছি যারা
খৎনা করানোর উপর জোর দিয়ে থাকে;
[11] তাদের মুখ বন্ধ করা চাই। তারা কুৎসিত
লাভের জন্য অনুপযুক্ত শিক্ষা দিয়ে কখন কখন
একেবারে পরিবারগুলোকে উল্টে ফেলে।
[12] তাদের এক জন, তাদের এক স্বদেশীয় নবী
বলেছেন, 'ক্রীট দ্বীপের লোকেরা নিয়ত
মিথ্যাবাদী, হিংস্র জন্তু, অলস পেটুক'। [13] এই
সাক্ষ্য সত্য। এজন্য তুমি তাদেরকে তীক্ষ্ণভাবে
অনুযোগ কর যেন তারা ঈমানে নিরাময় হয়,
[14] ইহুদীদের গল্প-কথায় ও যারা সত্য থেকে মুখ
ফিরিয়ে নিয়েছে সেই লোকদের হুকুমে
মনোযোগ না দেয়। [15] যারা পাক-পবিত্র তাদের
পক্ষে সকলেই পাক-পবিত্র; কিন্তু কলুষিত ও অ-
ঈমানদারদের পক্ষে কিছুই পাক-পবিত্র নয়, বরং
তাদের মন ও বিবেক উভয়ই কলুষিত হয়ে
পড়েছে। [16] তারা স্বীকার করে যে, তারা
আল্লাহ্‌কে জানে, কিন্তু কাজকর্মে তাঁকে অস্বীকার
করে; তারা ঘৃণাস্পদ ও অবাধ্য এবং কোন

[১:১] রোমীয় ১:১; ইয়াকুব ১:১।
[১:২] ইব ৬:১৮; ২তীম ১:৯।
[১:৩] ২করি ১:১; লূক ১:৪৭।
[১:৪] ২করি ২:১৩; ১তীম ১:২।
[১:৫] প্রেরিত ২৭:৭; ১১:৩০।
[১:৬] ১থিষ ৩:১৩; ১তীম ৩:২।
[১:৭] ১তীম ৩:১।
[১:৮] ২তীম ৩:৩; তীত ২:২,৫,৬,১২।
[১:৯] ১তীম ১:১৯; ১:১০; ২তীম ১:১৩; ৩:১৪।
[১:১০] ১তীম ১:৬; ১১:২।
[১:১১] ১তীম ৫:১৩।
[১:১২] প্রেরিত ১৭:২৮; ২:১১।
[১:১৩] ১তীম ৫:২০; তীত ২:২।
[১:১৪] ১তীম ১:৪; কল ২:২২; ২তীম ৪:৪।
[১:১৫] জবুর ১৮:২৬; মথি ১৫:১০,১১।
[১:১৬] ইয়ার ৫:২; ১২:২; হোসিয়া ৮:২,৩।

**১:৪ যথার্থ সন্তান।** তীমথির মতই তীত ছিলেন পৌলের রূহানিক সন্তান ছিলেন, যিনি পৌলের পরিচর্যা কাজের মাধ্যমে ঈসায়ী ঈমানদার হয়েছিলেন।

**১:৫ প্রাচীনদেরকে নিযুক্ত কর।** যদিও পৌল ও তীত ইতোমধ্যেই ক্রীট দ্বীপে তবলিগ করেছিলেন, তথাপি মণ্ডলী গঠন করার মত সময় তাঁরা পান নি। এ কারণে পৌল তীতের উপরে মণ্ডলী স্থাপনের সমস্ত ভার দেন এবং মণ্ডলীতে প্রাচীনবর্গকে নিযুক্ত করার নির্দেশ দেন, যারা মণ্ডলীর আনুষ্ঠানিক পরিচালনা কার্যক্রম নিয়ন্ত্রণ করবেন ও তত্ত্বাবধান করবেন।

**১:৬ কেবল এক স্ত্রীর স্বামী।** প্রাচীন হিসেবে সাধারণত অভিজ্ঞ ও বয়স্ক পুরুষদেরকেই বেছে নেওয়া হত। এ কারণে তাদের বিবাহিত হওয়াটা ছিল স্বাভাবিক। কিন্তু নৈতিকতা ও আদর্শ বজায় রাখার জন্য একজন প্রাচীনের কখনোই একাধিক স্ত্রী থাকা চলবে না, যা তার অবিশ্বস্ততার পরিচয় দেবে।

**১:৭ বিশপ।** ৫ আয়াতে ব্যবহৃত 'প্রাচীন' উপাধিটির একটি সমার্থক শব্দ। মূলত 'প্রাচীন' শব্দটি যোগ্যতা নির্দেশ করে (পরিপক্কতা ও অভিজ্ঞতা), অন্যদিকে 'বিশপ' শব্দটি দায়িত্ব নির্দেশ করে (আল্লাহ্‌র মেষপালের তত্ত্বাবধান করা)।

**অনিন্দনীয়।** যারা মণ্ডলীর পরিচালনা ও তত্ত্বাবধান করবেন, তাদেরকে সম্পূর্ণভাবে পবিত্র ও ধার্মিক হতে হবে; তাদের কোন ধরনের দোষ-ত্রুটি থাকা যাবে না। কারণ নেতারা যদি নিন্দনীয় হন, তাহলে মণ্ডলী ধীরে ধীরে ধার্মিকতার পথ থেকে সরে পড়বে।

**১:৯ বিশ্বাসযোগ্য কালাম ধরে রাখেন।** শুধুমাত্র প্রণীত রূহানিক যোগ্যতাগুলো ধারণ করাই একজন প্রাচীনের জন্য যথেষ্ট নয়। তাকে অবশ্যই ঈসা মসীহের নাজাতকারী কাজের প্রতি ও মূল প্রেরিতিক সাক্ষ্যের প্রতি নিবেদিত হতে হবে, সেগুলো ধরে রাখতে হবে এবং সব সময় তার প্রতি নিবদ্ধ থাকতে হবে।

**১:১২ এক স্বদেশীয় নবী।** জনপ্রিয় গ্রীক বংশোদ্ভূত কবি ও দার্শনিক এপিমেনিদ, যার কবিতা থেকে এই উদ্ধৃতিটি নেয়া হয়েছে।

**১:১৫ যারা ... সকলেই পাক-পবিত্র।** ক্রীট মণ্ডলীর কিছু কিছু ভণ্ড শিক্ষক এই শিক্ষা দিচ্ছিল যে, ইহুদী রীতি অনুসারে পাক ও নাপাক খাবার সম্পর্কিত বিধি-নিষেধ অবশ্যই পালন করতে হবে এবং এছাড়া প্রকৃত ধার্মিক হওয়া যাবে না। কিন্তু পৌল জোর দিয়ে বলেন যে, যদি কোন একজন লোক নৈতিকভাবে পবিত্র জীবন যাপন করে, তাহলে পাক ও নাপাক খাদ্যে তার কিছুই আসে যায় না।

**১:১৬ কাজকর্মে তাঁকে অস্বীকার করে।** আল্লাহ্‌র দৃষ্টিতে সবচেয়ে ঘৃণ্য বিষয়টি হচ্ছে যখন কোন একজন লোক মুখে মসীহ্‌কে স্বীকার করে ও সেই সাথে অনন্ত জীবনের প্রত্যাশা করে, অথচ আল্লাহ্‌র কালামের বাধ্যবাধকতায় না চলে।

সৎকর্ম করার যোগ্য নয়।

## বিভিন্ন লোকের কর্তব্য সম্বন্ধে উপদেশ

২ ১ কিন্তু তুমি এমনভাবে শিক্ষা দাও যার সঙ্গে নিরাময় শিক্ষার সাদৃশ্য আছে। ২ বৃদ্ধদেরকে বল, যেন তাঁরা মিতাচারী, ধীর, সংযত এবং ঈমানে, মহব্বতে, ধৈর্যে নিরাময় হন।

৩ সেভাবে বৃদ্ধাদেরকে বল, যেন তাঁরা আচার ব্যবহারে সম্মানের যোগ্য হন, অপবাদিকা বা পানাসক্তির বাঁদী হয়ে না পরেন, সুশিক্ষাদায়িনী হন; ৪ তাহলে তাঁরা যুবতীদেরকে উৎসাহিত করতে পারবেন যেন তারা স্বামী ও সন্তানদের ভালবাসে, ৫ সংযত হয়, সতী থাকে, নিজের সংসার ভালভাবে পরিচালনা করে, দয়ালু হয় ও নিজ নিজ স্বামীর বশীভূত হয়, যাতে কেউ আল্লাহ্‌র কালামের নিন্দা করতে না পারে।

৬ সেভাবে যুবকদেরকে উপদেশ দাও যাতে তারা নিজেদের দমনে রাখে। ৭ আর তুমি নিজে সমস্ত বিষয়ে সৎকর্মের আদর্শ হও, শিক্ষায় সাধুতা ও গাম্ভীর্যতা বজায় রাখ, ৮ এবং এমনভাবে নিরাময় কালাম শিক্ষা দাও যেন কেউ দোষ ধরতে না পারে, যেন বিপক্ষ আমাদের বিষয়ে মন্দ বলবার কোন সুযোগ না পাওয়াতে লজ্জিত হয়।

৯ গোলামদেরকে বল, যেন তারা নিজ নিজ মালিকের বশীভূত থাকে ও সমস্ত বিষয়ে তাদের সন্তুষ্ট রাখে, প্রতিবাদ না করে, ১০ কিছুই আত্মসাৎ না করে, কিন্তু সম্পূর্ণভাবে বিশ্বস্ত থাকে; আর এভাবে তারা আমাদের নাজাতদাতা আল্লাহ্‌র শিক্ষাকে আকর্ষণীয় করে তুলতে পারে।

## মসীহের আগমন ও পুনরাগমনের শুভফল

১১ কেননা আল্লাহ্‌র রহমত প্রকাশিত হয়েছে যা সমস্ত মানুষের জন্য নাজাত আনয়ন করে, ১২ তা আমাদেরকে শিক্ষা দিচ্ছে যেন আমরা ভক্তিহীনতা ও সাংসারিক অভিলাষগুলো অস্বীকার করে সংযত, ধার্মিক ও ভক্তিভাবে এই বর্তমান যুগে জীবন যাপন করি, ১৩ এবং পরমধন্য আশাসিদ্ধির অপেক্ষা করি এবং মহান আল্লাহ্‌ ও আমাদের নাজাতদাতা ঈসা মসীহের মহিমার প্রকাশ প্রাপ্তির অপেক্ষা করি। ১৪ ইনি আমাদের জন্য নিজেকে দান করলেন, যেন মূল্য দিয়ে আমাদেরকে সমস্ত অধার্মিকতা থেকে মুক্ত করেন এবং নিজের জন্য এমন লোকদেরকে পাক-পবিত্র করেন যারা তাঁর নিজস্ব লোক হবে এবং সৎকর্ম করতে গভীরভাবে আগ্রহী হবে।

১৫ তুমি এসব কথা বল এবং সম্পূর্ণ ক্ষমতার সঙ্গে উপদেশ দাও ও অনুযোগ কর; কেউ যেন তোমাকে তুচ্ছ করতে না পারে।

## সব রকম সৎকর্ম করার নির্দেশ

৩ ১ তুমি লোকদেরকে স্মরণ করিয়ে দাও যেন তারা শাসনকর্তা ও যাদের হাতে ক্ষমতা আছে তাদের অধীনে থাকে, বাধ্য হয় এবং সমস্ত রকম সৎকর্মের জন্য প্রস্তুত থাকে। ২ তারা যেন কারো নিন্দা না করে, নির্বিরোধ ও শান্ত স্বভাব বিশিষ্ট হয় এবং সকল মানুষের কাছে সম্পূর্ণ মৃদুতা দেখায়।

৩ কেননা আগে আমরাও নির্বোধ, অবাধ্য, ভ্রান্ত, নানা রকম অভিলাষের ও সুখভোগের গোলাম, হিংসা ও বিদ্বেষে কালক্ষেপকারী, ঘৃণার ও পরস্পর দ্বেষকারী ছিলাম। ৪ কিন্তু যখন আমাদের নাজাতদাতা আল্লাহ্‌র দয়ার স্বভাব এবং মানবজাতির প্রতি মহব্বত প্রকাশিত হল,

[২:১] ১তীম ১:১০।
[২:২] ১তীম ৫:১; ৩:২; তীত ১:৮; ১:১৩; ।
[২:৩] ১তীম ৩:১১; ৩:৮।
[২:৪] ১তীম ৫:২।
[২:৫] তীত ১:৮; ১তীম ৫:১৪; ইফি ৫:২২; ১তীম ৬:১; ইব ৪:১২।
[২:৬] ১তীম ৫:১; তীত ১:৮।
[২:৭] ১তীম ৪:১২; ।
[২:৮] ১পিতর ২:১২।
[২:৯] ইফি ৬:৫।
[২:১০] লূক ১:৪৭; মথি ৫:১৬।
[২:১১] রোমীয় ৩:২৪; ২তীম ১:১০; ১তীম ২:৪।
[২:১৩] ১করি ১:৭; ১তীম ৬:১৪; ২পিতর ১:১;
[২:১৪] মথি ২০:২৮; দ্বিঃবিঃ ৪:২০; ১৪:২; জবুর ১৩৫:৪; মালাখি ৩:১৭।
[৩:১] রোমীয় ১৩:১; ১পিতর ২:১৩,১৪; ২তীম ২:২১।
[৩:২] ইফি ৪:৩১।
[৩:৩] ইফি ২:২।
[৩:৪] ইফি ২:৭; লূক ১:৪৭;তীত ২:১১।
[৩:৫] রোমীয় ১১:১৪; ইফি ২:৯; ১পিতর ১:৩; রোমীয় ১২:২।

---

**২:২ বৃদ্ধদেরকে বল ... নিরাময় হন।** প্রাচীন ও নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিদের মত মণ্ডলীর মধ্যকার বয়স্ক পুরুষরা হওয়া উচিত নৈতিক ও রূহানিক উদাহরণ। তাদের হওয়া উচিত বিচক্ষণ, চিন্তাশীল ও আত্মসংযমী, যেন তারা মণ্ডলীর সদস্যদের জন্য দৃষ্টান্তস্বরূপ হতে পারেন।

**২:৩ অপবাদিকা।** অর্থাৎ যে নারী পরনিন্দা ও পরচর্চা করে।

**২:৫ যাতে ... নিন্দা করতে না পারে।** ঈসায়ীদেরকে এমনভাবে জীবন যাপন করতে হবে, যেন তা সুসমাচার বিস্তারে বাধা না জন্মিয়ে বরং তাকে আরও তরান্বিত করতে পারে। বিবাহিতা ঈসায়ী নারীদেরকে পরিবারে অর্থাৎ তাদের কাজের ক্ষেত্রে ভাল স্ত্রী ও মা হিসেবে নিজেদের স্থান প্রতিষ্ঠা করতে হবে। তাদের স্বামীকে পরিবারের প্রধান হিসেবে স্বীকার করে তার বশ্যতার অধীন হতে হবে; নতুবা পারিবারিক জীবনে নেমে আসবে বিশৃঙ্খলা এবং তা মণ্ডলীতে নেতিবাচক প্রভাব ফেলবে ও সুসমাচারের মর্যাদা ক্ষুণ্ন হবে।

**২:১০ আকর্ষণীয় করে তুলতে পারে।** ঈসায়ী কৃতদাসরা তাদের মালিকের প্রতি আন্তরিক বিশ্বস্ততা ও বাধ্যতা দ্বারা সুসমাচারের অতুলনীয় ও শক্তিশালী সাক্ষ্য দিতে পারে এবং সকলের কাছে দৃষ্টান্ত হিসেবে উপস্থাপন করতে পারে।

**২:১১ আল্লাহ্‌র রহমত।** ঈমানদারদের প্রতি আল্লাহ্‌র নাজাতকারী অনুগ্রহের আহ্বান হচ্ছে, তার যেন ভক্তিহীনতা, সাংসারিক অভিলাষ ও বর্তমান যুগের মূল্যবোধগুলোকে সম্পূর্ণভাবে প্রত্যাখ্যান করে এবং সংযত, ধার্মিক ও পবিত্র ভক্তি সহকারে এই বর্তমান যুগে জীবন যাপন করে। আমরা যখন গুনাহ্‌গার ছিলাম এবং আল্লাহ্‌র শত্রু ছিলাম, তখন এই অনুগ্রহের কারণেই আমরা কোন প্রকার সৎ কাজ বা নৈতিক উৎকর্ষতা অর্জন না করেও নাজাত লাভ করেছি।

**২:১৩ পরমধন্য আশাসিদ্ধি।** প্রভু ঈসা মসীহের গৌরবময় দ্বিতীয় আগমন।

**২:১৪ আমাদের জন্য নিজেকে দান করলেন।** প্রভু ঈসা মসীহ্‌ ক্রুশের উপরে তাঁর রক্ত ঢেলে দিয়েছিলে যেন আমরা সকল মন্দতা থেকে মুক্তি পাই এবং প্রতিনিয়ত আল্লাহ্‌র নির্ধারিত মানদণ্ড অনুসারে চলি ও তাঁর উপরে সম্পূর্ণ ঈমান স্থাপন করি।

**৩:১ শাসনকর্তা ... অধীনে থাকে।** সুসমাচারের সাক্ষ্য ও তার অগ্রগতির জন্য সকল ঈমানদারের কর্তব্য হচ্ছে রাষ্ট্রীয় কর্তৃপক্ষ, তথা সরকার ও প্রশাসনের কাছে দায়বদ্ধ থাকা এবং তাদের কর্তৃত্বের প্রতি বশীভূত থাকা। তাদের উচিত উপযুক্ত নাগরিক হিসেবে জীবন যাপন করে ও প্রতিবেশীদের প্রতি বন্ধুসুলভ

৫ তখন তিনি আমাদের কৃত ধর্মকর্মের জন্য নয়, কিন্তু তাঁর করুণা অনুসারে, নতুন জন্মের গোসল ও পাক-রূহের নতুনীকরণ দ্বারা আমাদেরকে নাজাত করলেন, ৬ সেই রূহ্‌কে তিনি আমাদের নাজাতদাতা ঈসা মসীহ্‌ দ্বারা আমাদের উপরে প্রচুররূপে ঢেলে দিলেন; ৭ যেন তাঁরই অনুগ্রহে ধার্মিক গণিত হয়ে আমরা অনন্ত জীবনের প্রত্যাশা অনুসারে উত্তরাধিকারী হয়ে উঠতে পারি। ৮ এই কথা বিশ্বাসযোগ্য। আর আমার বাসনা এই যে, এসব বিষয়ে তুমি দৃঢ় নিশ্চয়তার সঙ্গে কথা বল, যেন যারা আল্লাহ্‌র উপরে ঈমান এনেছে তারা নিজেদের সৎকর্মে ব্যস্ত রাখবার কথা চিন্তা করে। এসব বিষয় মানুষের পক্ষে উত্তম ও সুফলদায়ক। ৯ কিন্তু তুমি মূঢ়তার সকল তর্ক-বিতর্ক, বংশ-তালিকা, ঝগড়া-বিবাদ এবং শরীয়ত বিষয়ক বাগ্‌যুদ্ধ থেকে দূরে থাক; কেননা এসব নিষ্ফল ও অসার। ১০ যে ব্যক্তি দলাদলির সৃষ্টি করে তাকে দুই এক বার চেতনা দেবার পর অগ্রাহ্য কর। ১১ তুমি তো জান যে, এই রকম লোকেরা পথভ্রষ্ট এবং সে গুনাহ্‌ করতে করতে নিজেই নিজেকে দোষী বলে সাব্যস্ত করে।

**শেষ কথা ও দোয়া**

১২ আমি যখন তোমার কাছে আর্তিমাকে কিংবা তুখিককে পাঠাই, তখন তুমি নীকপলিতে আমার কাছে আসতে বিশেষভাবে চেষ্টা কোরো; কেননা সেই স্থানে আমি শীতকাল যাপন করবো বলে ঠিক করেছি। ১৩ উকিল সীনাকে এবং আপল্লোকে যত্নপূর্বক পাঠিয়ে দাও, আর দেখো, তাঁদের যেন কোন বিষয়ের অভাব না হয়। ১৪ আর আমাদের লোকেরা সৎকর্মে নিজেদের ব্যস্ত রাখতে অভ্যাস করুক যেন তারা অন্যদের জরুরী প্রয়োজন মিটাতে পারে, যেন ফলহীন হয়ে না পড়ে।
১৫ আমার সঙ্গীরা সকলে তোমাকে সালাম জানাচ্ছেন। যাঁরা ঈমান সম্বন্ধে আমাদেরকে ভালবাসেন, তাঁদেরকে শুভেচ্ছা দাও।

[৩:৬] রোমীয় ৫:৫।
[৩:৭] রোমীয় ৩:২৪; ৮:১৭;৮:২৪; মথি ২৫:৪৬; তীত ১:২।
[৩:৮] ১তীম ১:১৫;তীত ২:১৪।
[৩:৯] ২তীম ২:১৬; ২:১৪; তীত ১:১০-১৬।
[৩:১০] রোমীয় ১৬:১৭।
[৩:১২] প্রেরিত ২০:৪;২তীম ৪:৯,২১।
[৩:১৩] প্রেরিত ১৮:২৪।
[৩:১৪] তীত ২:১৪।
[৩:১৫] ১তীম ১:২;কল ৪:১৮।

আচরণ করে নিজেদের জীবন দিয়ে মসীহ্‌কে ঘোষণা করা।

**৩:৫ তাঁর করুণা অনুসারে।** নাজাত কোন মানবীয় চেষ্টা বা যোগ্যতা দ্বারা অর্জন করা যায় না, কিন্তু কেবল আল্লাহ্‌র দয়ার মধ্য দিয়ে তা পাওয়া যায়।

**নতুন জন্মের গোসল।** মসীহ্‌ কর্তৃক প্রাপ্ত নাজাতের মধ্য দিয়ে নতুন জীবন লাভ ও আল্লাহ্‌র রূহের পূর্ণ হওয়ার প্রতীকী চিহ্ন।

**৩:৬ প্রচুররূপে ঢেলে দিলেন।** নতুন জন্ম ও পাক-রূহের কাজের মধ্য দিয়ে আল্লাহ্‌ আমাদের মধ্যে তাঁর অনুগ্রহ ও শক্তি এত বেশি পরিমাণে দান করেন, যা পরিমাপ করা যায় না।

**৩:১০ যে ব্যক্তি দলাদলির সৃষ্টি করে।** প্রাথমিক মণ্ডলীর ভণ্ড শিক্ষক ও ভ্রান্ত মতবাদধারীদের কথা বোঝানো হয়েছে। এরা পবিত্র ঈসায়ী সত্যতার বিপরীত ও বিরোধী মতামত প্রচার করার মাধ্যমে মণ্ডলীতে দলাদলি শুরু করেছিল। তাদের শিক্ষা বা মতবাদগুলোর কোন কিতাবী ভিত্তি নেই, ফলে তা খুব সহজেই মণ্ডলীতে বিভেদ সৃষ্টি করে।

**৩:১৩ উকিল সীনা।** ইঞ্জিল শরীফে এই একটিমাত্র স্থানে তার উল্লেখ রয়েছে। তিনি ইহুদী থেকে ঈসায়ী হলে মূসার শরীয়তে বিশেষজ্ঞ ছিলেন, আর অ-ইহুদী থেকে ঈসায়ী হওয়ার পরও তিনি একজন রোমীয় আইনবিদ ছিলেন।

ইঞ্জিল শরীফের সময়কার জগৎ

BACIB | International Bible CHURCH